দর্শনায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে জামায়াতের জেলা আমীরের মতবিনিময়

দর্শনায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে জামায়াতের জেলা আমীর রুহুল আমিন বলেছেন, আমরা রাজনৈতিক কালচারালের পরিবর্তন করতে চাই। যারা ক্ষমতায় থাকে তারা বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়ন চালায়। আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন চাই।

গতকাল শনিবার দুপুরে দর্শনার পুরাতন বাজারে অবস্থিত লিটিল এনজেল কেজি স্কুলে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জামায়াতের দর্শনা পৌর শাখার আমীর সাহিকুল আলম অপুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি রুহুল আমিন উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় আসলে

ছেলে ও মেয়েদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। অবহেলিত জেলায় শিক্ষার মান বাড়াতে চাই। তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা থেকে মুক্তি যোদ্ধা শুরু হয়েছিল। আজ মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলিত। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে রাজনৈতিক কালার দিয়ে তাদের ভাতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। তখন তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মুক্তিযোদ্ধাদের ফ্রী স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

তিনি বলেন, একজন বিচারক জবাব দিহিতার অভাবে অন্যায়ভাব রায় দিয়ে থাকে।

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচনী পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সহকারী সেক্রেটারী সেক্রেটারী আব্দুল কাদের ও দর্শনা থানা সেক্টেটারী মাহবুবুর রহমান টুকু।

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের সকল প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনে যাচাই-বাছাই শেষে সকল মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সকল প্রার্থীর উপস্থিতিতে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হয়। যাচাই শেষে আসন দুটির ১১ প্রার্থীর মনোনয়নপত্রই বৈধ ঘোষণা করা হয়।

গত সোমবার সকাল থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রার্থীরা। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ছয়জন এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে পাঁচজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে বৈধ প্রার্থীরা হলেন- বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দুজন প্রার্থী হাসানুজ্জামান সজিব ও জহুরুল ইসলাম, এবি পার্টির প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং এনসিপির প্রার্থী মোল্লা ফারুক এহসান।

চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে বৈধ প্রার্থীরা হলেন- বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী ও বিজিএমইএ সভাপতি, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, জামায়াতের মনোনীত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট রুহুল আমিন, বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী নুর হাকিম, এবি পার্টির জেলা আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. জহুরুল ইসলাম।

এদিকে, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত দুই প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হওয়ায় যে কোন একজনকে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। অন্যত্থায় দুজনের প্রার্থীতাই

বাতিল বলে গণ্য হবে মর্মে জানানো হয়।

এর আগে, সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনেই ১১ প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, ‘নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিলে হলফনামা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। চুয়াডাঙ্গা-১ (৭৯) ও চুয়াডাঙ্গা-২ (৮০) আসনের সকল প্রার্থীর হলফনামা যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেছে। তাই সকল প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর দুজন মনোনয়ন দাখিল করেন, দুটি মনোনয়পত্রই বৈধ হয়েছে। যেহেতু একই আসনে একই দলের দুজন প্রার্থী হতে পারবেন না। তাই প্রত্যাহারের শেষ সময়ের মধ্যে যে কোনো একজনকে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যত্থায় দুজনের প্রার্থীতাই বাতিল হবে।’

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর ঘোষিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা-১ সংসদীয় আসনে (চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলা) মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৭ হাজার ৪৮১ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫১ হাজার ৯৭১ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৫৫ হাজার ৫০৩ জন।

অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনে (জীবননগর, দামুড়হুদা ও সদর উপজেলার একাংশ) মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৬ হাজার ১৯৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ৩১ জন এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৪৩ হাজার ১৬৩ জন।

মেহেরপুর-১ আসনে ৬ প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন না থাকায় বিএনপির তিন প্রার্থী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, আমিরুল ইসলাম ও রোমানা আহমেদ, সিপিবি প্রার্থী অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান; স্বাক্ষর ও আয়কর তথ্যের

গড়মিল থাকায় এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার সোহেল রানা, এছাড়া এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন স্বাক্ষর না থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমানের মনোনয়ন বাতিল করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর।

শনিবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর-১ আসনে দাখিলকৃত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এ ছয় প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তারিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান এবং জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোঃ এনামুল হক উপস্থিত ছিলেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর জানান, বিএনপির প্রার্থীদের দলীয় মনোনয়নপত্র জমা না থাকায়, এনসিপি ও সিপিবি প্রার্থীদের আয়কর সংক্রান্ত তথ্যে গড়মিল থাকায় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান প্রয়োজনীয় এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন স্বাক্ষর জমা না দেওয়ায় তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তবে বাতিল হওয়া প্রার্থীরা চাইলে নির্বাচন কমিশনে আপিল করতে পারবেন।

মেহেরপুর-২ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

মেহেরপুর-২ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। বৈধ ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল বাকী।

শনিবার সকাল ১২টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর-২ আসনে দাখিলকৃত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এই তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে কিছু ত্রুটি থাকায় সকালে যাচাই-বাছাই শেষে বিকেল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়।

পরে ত্রুটি সংশোধন করে মনোনয়নপত্র জমা দিলে তিন প্রার্থীর

মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়।

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কালে বাতিল হওয়া প্রার্থীদের বাইরে সকল প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর-১ আসনে ৩ প্রার্থীর মেহেরপুর বৈধ ঘোষণা

মেহেরপুর-১ আসনে ৩ প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। বৈধ ঘোষিত প্রার্থীরা হলেন বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুন, জামায়াত প্রার্থী মোঃ তাজউদ্দিন খান এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোঃ আব্দুল হামিদ।

শনিবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মেহেরপুর-১ আসনে দাখিলকৃত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে এই তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে কিছু ত্রুটি থাকায় সকালে যাচাই-বাছাই শেষে বিকেল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। পরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ত্রুটি সংশোধন করে পুনরায় জমা দিলে বিকেলে তাদের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুরের দুটি আসনে যাচাই-বাছাইয়ে ৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ সংসদীয় আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক ও

রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে এ যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

এ সময় জমাকৃত নথিতে ত্রুটি থাকায় মেহেরপুর-১ আসনের পাঁচজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে মেহেরপুর-১ আসনের চারজন এবং মেহেরপুর-২ আসনের তিনজন প্রার্থীকে ত্রুটি সংশোধনের জন্য সময় দেওয়া হয়। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়।

মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরূন, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান, কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি) মনোনীত প্রার্থী মিজানুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল হামিদকে ত্রুটি সংশোধনের সময় দেওয়া হয়।

এ ছাড়া মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বারীকেও ত্রুটি সংশোধনের শর্তে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সময় প্রদান করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে বিভিন্ন কারণে একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

দলীয় মনোনয়ন না থাকায় কামরুল হাসান, আমিরুল ইসলাম ও রোমানা আহমেদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান মোবুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন না থাকা এবং ২০ নম্বর ফরম যথাযথভাবে পূরণ না করায় এনসিপি মনোনীত প্রার্থী সোহেল রানার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

আমজাদ হোসেনের বার্ষিক আয় ৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা স্থাবর ১

কোটি ৬৬ লাখ, অস্থাবর সম্পদ ১০ কোটি

মেহেরপুর—২(গাংনী) আসনের বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের বার্ষিক আয় ৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা, অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৬৬ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬৮ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ১০ কোটি টাকার।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য মেহেরপুর জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হুলফনামায় তিনি এই তথ্য দিয়েছেন।

আমজাদ হোসেনের হলফনামা বিশ্লেষণ করে আরও জানা গেছে, তিনি বার্ষিক ৯লাখ ২৬ টাকা আয় করেন, তার মধ্যে কৃষি খাত থেকে ১লাখ ২৭ হাজার ৫শ টাকা , বাড়ি ভাড়া থেকে ৬৩ হাজার টাকা এবং ব্যবসা থেকে ৭ লাখ ৩৫ হাজার ৫শ টাকা আয় করেন।

তাঁর হাতে নগদ টাকা রয়েছে ১ কোটি ৩২ লাখ ৩৯ হাজার ৭৯৯ টাকা, অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ১১ তোলা সোনা যার মূল্য দেখিয়েছেন ২ লাখ ৫২ হাজার ৫শ টাকা, পুরাতন ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক পণ্য ও আসবাবপত্র বাবদ দেখিয়েছেন ৮৮ হাজার ৫শ টাকা, একটি দুইনলা বন্দুক যার মূল্য ৫০ হাজার টাকা এবং একটি পিস্তুল যার মূল্য দেখিয়েছেন ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সবমিলিয়ে আনুমানিক অস্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ১ কোটি ৬০ লাখ ৪২ হাজার ২৯৯ টাকা।

স্থাবর সম্পদের মধ্যে পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ২৫ বিঘা জমি পেয়েছেন যার মূল্য অজানা উল্লেখ করেছেন, ২৭ শতক কৃষি জমি মূল্য দেখিয়েছেন ২ হাজার টাকা, অকৃষি জমির মধ্যে ঢাকার পূবার্চলে ১০ কাঠা জমির মূল্য দেখিয়েছেন ৩৩ লাখ ১০ হাজার ২০ টাকা, এলাকায় সাড়ে ২৪ শতকের একটি জমি রয়েছে মূল্য দেখিয়েছেন ৯৫ হাজার টাকা, পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত ৩ বিঘা বাড়ির জমির মূল্য দেখাননি।

গাংনী শহরে ৩ তলা বাড়ি যার মূল্য দেখিয়েছেন ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা, টিনসেড গোডাউনের মূল্য দেখিয়েছেন ২০ হাজার টাকা। ব্যবসা হিসেবে ইটভাটা দেখিয়েছেন যার মূল্য দেখিয়েছেন ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সবমিলিয়ে স্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ১০ কোটি টাকা।

স্ত্রীর নামে স্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন ১ কোটি টাকা। যার মধ্যে

সাড়ে ২৪ শতকের অকৃষি জমি ৯৮ হাজার টাকা, সাড়ে ১২ শতক জমিসহ দুই তলা ভবন ৮ লাখ ৯৩ হাজার টাকা। যে গুলো অর্জনকালীন সম্পদ হিসেবে দেখিয়েছেন।

আমজাদ হোসেনের নামে মেহেরপুর পূবালী ব্যাংকে ঋণ আছে ১৭ লাখ ২৭ হাজার ৮৫১ টাকা। আয়কর বিবরণিতে তিনি বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৯ লাখ ২৬ হাজার টাকা, মোট সম্পদ দেখিয়েছেন ১ কোটি ৬৬ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬৮ টাকা। ২০২৫—২৬ অর্থ বছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৮০ হাজার টাকা। আয়কর বিবরণিতে এক সন্তানের বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৩ লাখ টাকা, সন্তানের মোট সম্পদ দেখিয়েছে ৯ লাখ ১০ হাজার টাকা।

আমজাদ হোসেনের বিরুদ্ধে ৭টি মামলা ছিলো। যার মধ্যে একটি থেকে তিনি অব্যহতি পেয়েছেন এবং ৬টি থেকে খালাস পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত, আমজাদ হোসেনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর—২ আসনে বিএনপি প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে নাশকতা মামলার আসামি আওয়ামী লীগের নেতা গ্রেফতার হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে নাশকতা মামলায় বাড়াদি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শাকিল (৫২) কে গ্রেফতার করেছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি বিশেষ দল

অভিযান চালিয়ে তাকে তার নিজ গ্রাম বাড়াদি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেফতারকৃত আসামি শাকিল আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি গ্রামের সৌরভের ছেলে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানী ইসরাইল বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং অপরাধ দমনের লক্ষ্যে চলমান বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবেই এই গ্রেপ্তার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে গতকাল তাকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় বিএনপির দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫টায় দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান এবং মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজি সহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

দোয়া মাহফিলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনার পাশাপাশি দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

মুজিবনগরে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের আয়োজনে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নে অবস্থিত দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান।

এসময় জেলা ও উপজেলা ছাত্রদল, যুবদল এবং বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।